ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স স্টাডিজ

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারি ২০০৮

জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতিমালা সিরিজ

সরকারি কর্ম কমিশন: সংস্কার সুপারিশ

একটি রাষ্ট্রের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের কার্যকারিতা ও দক্ষতার উপর। অন্যদিকে আমলাতন্ত্র দক্ষ কি না তা আবার নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্রের সরকারি কর্ম কমিশন কতটা কার্যকরী তার উপর। কেননা সরকারি কর্ম কমিশন সরকারি কর্মকর্তাদের মেধাভিত্তিক নিয়োগ, পদোন্নতি এবং একইসাথে কর্মক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়তা করে।

বিগত কয়েক বছর যাবত দলীয়করণ আর দুর্নীতি বাংলাদেশের সরকারি কর্ম কমিশনের ভাবমূর্তিকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বিগত ১৬ বছরের গণতান্ত্রিক শাসনামলে কর্ম কমিশনে দলীয় বিবেচনায় অদক্ষ লোকের নিয়োগ প্রাপ্তি পরিণত হয়েছিল এক স্বাভাবিক ঘটনায়। একইসাথে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং মৌখিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

সরকারি কর্ম কমিশনের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ১১ জানুয়ারি ২০০৭ পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যার অন্যতম হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটিতে নতুন চেয়ারম্যান এবং সদস্য নিয়োগ। নতুন নেতৃত্বের অধীনে কর্ম কমিশন পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়ন এবং ফলাফল ব্যবস্থার স্বচ্ছতাসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়।

এই পদক্ষেপগুলো বিবেচনায় রেখে ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স স্টাডিজ (আইজিএস), সরকারি কর্ম কমিশনের গতিশীলতা রক্ষার স্বার্থে আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করছে। *আইজিএস* মনে করে, এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে তা ভবিষ্যতে কর্ম কমিশনের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই সুপারিশগুলো প্রধানত দু’টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর একটি হচ্ছে কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্য নিয়োগের একটি কার্যকর এবং গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা প্রচলন করা এবং অপরটি হচ্ছে একটি প্রাতিষ্ঠানিক পন্থা নিশ্চিত করা যাতে প্রতিষ্ঠানটির কর্মদক্ষতা এবং সাফল্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল না হয়। *আইজিএস* আশা করে যে, সরকার এই সুপারিশগুলো বিবেচনায় এনে একটি সমন্বিত আইন প্রণয়ন করবে যা পূর্ববর্তী সকল অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধানকে প্রতিস্থাপন করবে।

সরকারি কর্ম কমিশনে সৎ ও দক্ষ ব্যক্তি নিয়োগ:

যদিও সরকারি কর্ম কমিশনে সৎ ও দক্ষ ব্যক্তির নিয়োগ কিছুটা হলেও নির্ভর করে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর, তা সত্ত্বেও কমিশনে যাতে অদক্ষ ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ করতে না পারে, সেজন্য কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রথমত: প্রস্তাবিত আইনে কমিশনের পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে অযোগ্যতার একটি মাপকাঠি থাকা প্রয়োজন যা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের কথা বলা যায় যারা কোন অবস্থাতেই সরকারি কর্ম কমিশনের কোন পদের জন্য বিবেচ্য হবেন না।

- জাতীয় সংসদ সদস্য, কিংবা সংসদ নির্বাচনে মনোনীত প্রার্থী
- স্থানীয় বা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী
- কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি
- ট্রেড ইউনিয়ন বা এ জাতীয় কোন সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি
- একজন অপরাধী ব্যক্তি

‘অনুসন্ধান কমিটি’ গঠন:

সকল সাংবিধানিক পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতি অথবা জাতীয় সংসদ কর্তৃক একটি ‘অনুসন্ধান কমিটি’ (search committee) গঠন করা যেতে পারে। এই অনুসন্ধান কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন –

www.igs-bracu.ac.bd

২০০৫ সনে বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের প্রত্যাশিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নেতৃত্ব বিকাশের প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে পেশাগত অগ্রগতির আলোকে জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে ছাত্রদের ঋদ্ধ করতে মানসম্মত ও বিস্তৃত শিক্ষাদানের মানসে ২০০১ সনে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য: সমাজের প্রয়োজন বিবেচনায় উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী একটি কেন্দ্র তৈরীর মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা – যা হবে ব্র্যাকের সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন-উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Institute of Governance Studies
House No. 40/6, North Avenue, Gulshan 2, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel : + 88 01199 810380, +88 02 8810306, 8810320, 8810326
Fax : + 88 02 8832542; Email: igs-info@bracuniversity.ac.bd
www. igs-bracu.ac.bd

ক) সরকারি এবং বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ
খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ
গ) আইনজীবী সমিতির একজন প্রতিনিধি
ঘ) এনজিও প্রতিনিধিগণ

উপরোক্ত প্রত্যেক গ্রুপের প্রতিনিধি সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হবেন না বরং প্রত্যেক গ্রুপ তাদের প্রতিনিধি সদস্য নির্বাচন করবেন। অনুসন্ধান কমিটি সাংবিধানিক পদসমূহের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গের একটি তালিকা প্রস্তুত করার পর তা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করবেন। জাতীয় সংসদ প্রক্রিয়াটির স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করতে পারে যার কাজ হবে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহায়তায় প্রাথমিকভাবে মনোনীত ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্যতা এবং দক্ষতা পরীক্ষা করা। এরপর জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত তালিকাটি রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং এই তালিকা থেকে রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক পদসমূহে নিয়োগ দান করবেন।

ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্সের অসমতা দূরীকরণ:

আইজিএস মনে করে, সরকারি কর্ম কমিশনের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্সের অসমতা দ্রুত দূর করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা হওয়া উচিত কমপক্ষে মন্ত্রীপরিষদ সচিবের সমতুল্য এবং সদস্যদের পদমর্যাদা একজন সচিবের সমতুল্য।

বেতন ভাতা:

বিদ্যমান পে-স্কেলে সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের বেতন কমিশনের গুরুত্ব অনুসারে খুবই অল্প। *আইজিএস* প্রস্তাব করছে যে, কমিশনের চেয়ারম্যানের বেতন হওয়া উচিত মন্ত্রীপরিষদ সচিবের সমান এবং সদস্যদের বেতন সচিবের সমান।

সরকারি কর্ম কমিশন ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্পর্ক:

সরকারি কর্ম কমিশন কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করবে তা অনেকটা নির্ভর করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাথে এর সম্পর্কের উপর। সাধারণত: সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কাজ ও দায়িত্ব হলো সরকারি কর্ম কমিশনের কাজে সহায়তা করা, যদিও এই ভূমিকা অনেক সময়ই সহায়কের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রকের রূপ নেয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব, যার নিয়োগের উপর কমিশনের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সাধারণত কমিশন সচিব একজন সরকারি কর্মকর্তা যিনি ডেপুটেশনে নিয়োগ পান এবং ডেপুটেশনের কারণে তার চাকুরীর পরিধি এবং শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। যদি সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের অধিকাংশ কর্মকর্তা ডেপুটেশনে নিয়োগপ্রাপ্ত হন তাহলে কমিশনে এক ধরনের দ্বৈত শাসনের উদ্ভব হয়, কারণ তখন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের হাতে, যা এর স্বাধীন অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ।

আইজিএস প্রস্তাব করছে যে, সচিবসহ ডেপুটেশনে কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করবে সরকারি কর্ম কমিশন এবং সরকার কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী এই নিয়োগ দিবেন।

সরকারি কর্ম কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা:

সরকারি কর্ম কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা অনেকাংশেই নির্ভরশীল অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর। কমিশনের বাজেট প্রক্রিয়ায় বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভর করতে হয়।

বিদ্যমান বাজেট প্রক্রিয়ার আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করছে *আইজিএস*। প্রথমত, সরকারি কর্ম কমিশনের জন্য একটি 'থোক' বরাদ্দের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যা নিরীক্ষণ করবে জাতীয় সংসদ। দ্বিতীয়ত, কমিশন তার চাহিদা অর্থ মন্ত্রণালয়কে জানাবার পর সমুদয় অর্থ এক কিস্তিতে প্রদেয় হবে। তাহলে কমিশনের খরচ চালানোর জন্য আর অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন পড়বে না। তৃতীয়ত, সরকারি কর্ম কমিশন তার আয় সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে নিজস্ব তহবিলে রাখবে যা ব্যয় করা হবে গবেষণা, কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজে।

দায়বদ্ধতা ও কর্মদক্ষতা:

যদিও সরকারি কর্ম কমিশনকে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে হয় যা সংসদে আলোচিত হবার কথা, বাস্তব ক্ষেত্রে এই বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো কখনও সংসদে আলোচিত হয় না। বস্তুত এই প্রতিবেদনগুলো অনেক সময়ই মানসম্পন্ন হয় না।

আইজিএস এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করছে যা সরকারি কর্ম কমিশন এবং অন্যান্য সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মদক্ষতা (performance) মূল্যায়ন করবে।

এছাড়া, সরকারি কর্ম কমিশন কখনও সংসদের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ নয়, ফলে এর কর্মদক্ষতা সবসময় জনগণের কাছে অজানা থেকে যায়। এই সমস্যা সমাধানকল্পে *আইজিএস* প্রস্তাব করছে যে, বার্ষিক প্রতিবেদনটি কমিশন একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। যেমনটি অন্যান্য বিভাগ করছে,

তেমনি কমিশনের একটি নাগরিক সনদ (citizen's charter) প্রকাশ করা সঙ্গত, যাতে পরিষ্কারভাবে বলা হবে নাগরিকদের প্রতি এর দায়িত্ব-কর্তব্য কি। এছাড়া সরকারি কর্ম কমিশনের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরী একান্ত প্রয়োজন যাতে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সকল প্রয়োজনীয় তথ্যাদি থাকবে। *আইজিএস* আরও মনে করে, কমিশন চত্বরে একটি তথ্য কেন্দ্র (Public Information Desk) প্রতিষ্ঠা করা উচিত যাতে নিয়োজিত থাকবেন একজন দক্ষ কর্মকর্তা, যার মূল দায়িত্ব হবে জনগণের সুবিধার্থে কমিশন সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা।

সরকারি কর্ম কমিশনের কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান নিয়োগনীতি (যা কমিশনের জন্য প্রযোজ্য)-র পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে যা দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ সম্ভব করবে এবং ধাপে ধাপে কমিশনে ডেপুটেশন প্রথা বন্ধ করবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি:

বর্তমান সরকারি কর্ম কমিশনে চাকুরীপ্রার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল জানানোর সিদ্ধান্তকে *আইজিএস* স্বাগত জানাচ্ছে এবং একইসাথে প্রস্তাব করছে যে, বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল একটি ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে প্রদান করার ব্যবস্থা করা হোক। সেইসাথে একটি নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে পরীক্ষার্থীরা যাতে তাদের খাতাপত্র পুন: পরীক্ষা করাতে পারে সেই ব্যবস্থা প্রচলনেরও প্রস্তাব করা হচ্ছে।

বিসিএস পরীক্ষাব্যবস্থাটি ইতোমধ্যেই কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। পরীক্ষা ব্যবস্থাটিকে কখনই আধুনিক হিসেবে গণ্য করা যায় না, পাশাপাশি প্রশ্নপত্রের মানও প্রশ্নাতীত নয়। পরীক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

প্রথমত: প্রশ্নপত্র প্রণয়নের বর্তমান ব্যবস্থাটি পরিবর্তন করে প্রশ্নব্যাংক প্রথা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ফিলিপাইনের সরকারি কর্ম কমিশনের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবস্থাটি অনুসরণ করা যেতে পারে। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কমপক্ষে ৫ হাজার প্রশ্ন সংগ্রহ করে একে তিনভাগে ভাগ করা হয়: সহজ, মধ্যম এবং কঠিন হিসাবে। এরপর একটি কম্পিউটারাইজড্ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রত্যেক ভাগ থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারা পর্যালোচনা করে *আইজিএস* আশা করে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই ব্যবস্থাটি চালু করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: *আইজিএস* মনে করে, এক বছরের মধ্যে পরীক্ষা-চক্র শেষ করার লক্ষ্যে চাকুরীপ্রার্থীদের যোগ্যতা নিরূপণের মাপকাঠির উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন।

তৃতীয়ত: বর্তমান বাস্তবতায় সরকারি কর্ম কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখতে পারে।

চতুর্থত: বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একজন প্রশাসকের দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করার জন্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। *আইজিএস* মনে করে, প্রশ্নপত্রে এমন প্রশ্ন থাকা প্রয়োজন যা একজন পরীক্ষার্থীর ব্যবস্থাপনা-দক্ষতা যাচাই করতে পারে।

পঞ্চমত: সকল ক্যাডারের যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা একটি প্রধান মাপকাঠি হওয়া প্রয়োজন।

এছাড়া, *আইজিএস* মনে করে, মৌখিক পরীক্ষা ব্যবস্থাটির সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একটি মৌখিক পরীক্ষা ম্যানুয়াল প্রস্তুত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, যা মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণকারীদের জন্য একটি গাইড লাইন হিসেবে বিবেচিত হবে।

একইসাথে, *আইজিএস* মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য 'কোটা' সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছে। সেইসাথে অন্যান্য কোটাগুলোর প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাও বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সরকারি কর্ম কমিশনের সংস্কারের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে *আইজিএস* উপরোক্ত কিছু প্রস্তাব পেশ করছে, যা এই সংস্কার প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করবে এবং স্থায়ীত্ব দেবে।

বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ এবং নেদারল্যান্ডস্ সরকারের সহায়তায় এই পলিসি নোট তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর যে নীতিমালা সিরিজ তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়েছে–এর মধ্যে এ'টি দ্বিতীয়।